অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

ধানবাদ কীভাবে বঞ্চিত হলো বঙ্গভুক্তি থেকে

ধানবাদ ও পুরুলিয়া একসময় অখণ্ড মানভূম জেলার অংশ ছিল। ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিহারে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলো। একদিকে বিহার সরকার উগ্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী কর্মধারা অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে দমন করার নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। মানভূমের কংগ্রেস কমিটি উগ্র ভাষানীতির প্রতিবাদ করলেও বিহার সরকার কর্ণপাত করেনি। তখন থেকেই মানভূমের বাংলাভাষীদের ভাষা রক্ষার লড়াই। কংগ্রেসের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী তৈরি হলো। ধানবাদের হিন্দীভাষীরা বিহার সরকারের প্রবল সমর্থক হওয়ার কারণে লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠল। মতৈক্য সাধনের জন্য বান্দোয়ানের জিতান গ্রামে এক সভার আয়োজন করে। কিন্তু সেই সভায় তর্ক-বিতর্ক মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। পুরুলিয়া শহরের কিছু সদস্য ধানবাদের হিন্দীভাষী সদস্যদের সমর্থন করে বসেন। তাই হিন্দী ভাষার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত বদল বা পুনর্বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করেনি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সহ বহু কংগ্রেস কর্মী। তাঁর গঠন করলেন লোকসেবক সংঘ। ভাষা রক্ষাকল্পে শুরু হলো তীব্র আন্দোলন। টুসু গানের মাধ্যমে মানভূমে বাংলাভাষী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পালিত হলো ঘরে ঘরে 'অরন্ধন দিবস'। এই আন্দোলনের তীব্রতায় ঘাবড়ে গেল বিহার সরকার। বিধানসভায় ভাষা আন্দোলন থামাতে পাশ করা হলো Bihar Maintainance of Public Order 1950। এই আইনবলে যত্রতত্র ধরপাকড়, জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। দমলো না বাংলাভাষীরা। আন্দোলন রূপান্তরিত হলো 'টুসু সত্যাগ্রহে'। এদিকে আরও মরিয়া হয়ে উঠল বিহার সরকার। হাটে বাজারে সমস্ত প্রকাশ্য স্থানে হাল জোয়াল মই ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি বন্ধ করে দিল। লোকসেবক সংঘ এর প্রতিবাদে প্রকাশ্য স্থানে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে শুরু করে চাষীদের স্বার্থে। ফলে টুসু সত্যাগ্রহ রূপান্তরিত হলো 'হাল জোয়াল সত্যাগ্রহে'। বিহার সরকার এবার বাঙালিদের ভাতে মারার পরিকল্পনা নেয়। পাশাপাশি জেলার মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। শুরু হলো 'খাদ্য সত্যাগ্রহ'। লোকসেবক সংঘ মানুষের কথা ভেবে জোর করে বাঁকুড়া থেকে ট্রাকে ট্রাকে চাল এনে সরবরাহ অব্যাহত রাখে। বিহার সরকার যত চাপ বাড়ায় ততই মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে টুসু সত্যাগ্রহ রূপান্তরিত হলো বাংলাভাষী মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে।

ভারতে এসময় নিজ নিজ প্রদেশে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের কারণে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। দাবি ওঠে 'বাংলাভাষী মানভূমের বঙ্গভুক্তি'র। লোকসসেবক সংঘ 'বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানে'র ডাক দেয়। সেসময় তুমুল বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। পুঞ্চার পাকবিড়রা গ্রামের ভৈরব মন্দিরের সম্মেলনে কলকাতা অভিযানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ভজহরি মাহাত, অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। প্রায় সাড়ে তিনশো মহিলা ও দেড় হাজার সত্যাগ্রহী পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন ২০ এপ্রিল ১৯৫৬-এ। চলমান মিছিল ক্লান্তিহীন স্লোগান আর টুসু গীত যেন

অকাল মকর সংক্রান্তি। টানা ১৮ দিন হেঁটে ৭ মে ১৯৫৬ তারিখে কলকাতা গিয়েই সকলে গ্রেপ্তার বরণ করেন। বারো দিন পর মুক্তি পান। বিহার নেতৃত্ব এদিকে দমন পীড়ন বজায় রাখে। রাতের বেলায় মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। শিল্পাশ্রমে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে। হিন্দী ভাষা প্রচারের উদ্দেশ্যে রাতারাতি হিন্দীভাষী শিক্ষক নিয়োগ করা হয় চারশো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরকারের মদতে কিছু পেটোয়া দুষ্কৃতিদের দিয়ে স্লোগান দেওয়ানো হয় 'বিহার মে রহেঙ্গে'। এই অস্থির সময়ে কমিশনের চার সদস্যের মধ্যে দুজন ঘুরে যান ধানবাদ থেকে। তাঁরা হলেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও সর্দার কে এস পানিক্কর। মানভূম কংগ্রেস মানভূমকে বিহারে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায় কমিশনের কাছে। অন্যদিকে লোকসেবক সংঘ নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ সহ স্মারকলিপি প্রদান করে। এছাড়াও হরিপদ সাহিত্যমন্দির, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি বার অ্যাসোসিয়েশন ও লোকাল বোর্ড থেকেও স্মারক লিপি দেওয়া হয়। কমিশন সরেজমিন তদন্ত করে। এখানেও বিহার সরকার বেইমানি করে। সরকার জাল মানচিত্র দেয় কমিশনকে। চাস চন্দনকেয়ারি থানাকে ধানবাদের অংশ বলে বোঝানো হয় কমিশনকে। দামোদর নদের শাখানদীগুলিকে দামোদর বলে বোঝানো হয়। যেহেতু বোকারো ইস্পাত কারখানার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই এই প্রতারণা সহজেই অনুমেয়ে নইলে বোকারো আজ বাঙলার গর্ব হয়ে উঠতে পারতো। এটা জানা যেত না যদি না কমিশনের অভিজ্ঞতা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতো। এই অধিবেশনে যোগ দেন লোকসেবক সংঘের বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও অরুণচন্দ্র ঘোষ। জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন ধেবর, পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি অতুল্য ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এঁদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা হয়। শিক্ষামন্ত্রী আজাদ সমর্থন করলেও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ আপত্তি জানান। এসময় গোবিন্দবল্লভ আচমকা প্রশ্ন করেন ধানবাদ ও ধলভূম মহকুমা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা। মিথ্যা প্রতারণার বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরে বিধান রায় বললেও ধানবাদের জাল মানচিত্র নিয়েই বিহারে অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশেষে বহু বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে ১ নভেম্বর ১৯৫৬ তারিখে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে জন্ম নিল 'পুরুলিয়া' ও 'ধানবাদ'। পুরুলিয়া ফিরে গেল বাঙলায়, ধানবাদ পড়ে রইল বিহারে। অবলুপ্ত হলো 'মানভূম'।